উপসর্গ ১২

সংজ্ঞা ঃ যেসব অব্যয়সূচক শব্দাংশ ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনপূর্বক নানা অর্থের সৃষ্টি করে তাকে উপসর্গ বলে। যেমন ঃ আ + হার = আহার, বি + হার = বিহার। এখানে 'আ' ও 'বি' উপসর্গ।

উপসর্গগুলো এক ধরনের অব্যয়। এদের নিজের কোন অর্থ নেই এবং পৃথকভাবে এদের প্রয়োগও হয় না। উপসর্গের কাজ নতুন শব্দ সৃষ্টি করা। শুধু শব্দ সৃষ্টিই নয়, ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে মূলের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, অর্থের বিশিষ্টতা দান করে, কখন নতুন অর্থের সৃষ্টি করে। উপসর্গ কথাটির অর্থ উপসৃষ্টি। উপসর্গ কতকগুলো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি। এক ধরনের অব্যয় হিসেবে এদের গুরুত্ব। উপসর্গযোগে শব্দের যে ধরনের পরিবর্তন ঘটে তা এ রকম ঃ

ক. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে।

খ. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায়।

গ. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটায়।

ঘ. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়।

ঙ. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন করে।

উপসর্গযোগে গঠিত শব্দে অর্থগত দিক থেকে নানারকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শব্দ গঠনে অর্থের দিক থেকে বৈচিত্র্য আনাই উপসর্গের কাজ। হৃ (হরণ করা) ধাতু থেকে 'হার' শব্দটি এসেছে। এই 'হার'-এর পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যোগে অনেকগুলো নতুন শব্দ গঠিত হতে পারে। তাদের অর্থের বৈচিত্র্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ আ + হার = আহার (খাওয়া), বি + হার = বিহার (ভ্রমণ), প্র + হার = প্রহার (আঘাত) ; বি-অব + হার = ব্যবহার (আচরণ) ; অব + হার = অবহার (বাট্টা), অপ-বি-অব + হার = অপব্যবহার (ভুল প্রয়োগ), সম + হার = সংহার (হত্যা), সম-আ + হার = সমাহার (সমষ্টি), পরি + হার = পরিহার (পরিত্যাগ), প্রতি + হার = প্রতিহার (দৌবারিক), বি-অতি + হার = ব্যতিহার (বিনিময়), নি + হার = নিহার, নীহার (বরফ), অধি + হার = অধিহার (অতিরিক্ত মূল্য), উৎ + হার = উদ্ধার (মুক্তি), উপ + হার = উপহার (উপঢৌকন), উপ-সম + হার = উপসংহার (পরিসমাপ্তি)। এসব দৃষ্টান্ত থেকে লক্ষ্য করা যাবে যে, উপসর্গ নতুন শব্দ যেমন তৈরি করি তেমনি অর্থের ব্যাপারে আনে বৈচিত্র্য।

উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে। উপসর্গগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি। এদের নিজেদের কোন অর্থ নেই বা পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না। কেবল ধাতুর পূর্বে যুক্ত হলেই এরা শব্দ গঠন করে এবং অর্থের বৈচিত্র্য সাধন করে। উপসর্গ যখন শব্দ গঠন করে তখন গঠিত শব্দের মাধ্যমে মূল ধাতুর অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ, সংকোচন বা অর্থের পূর্ণতা সাধন করে। যেমন ঃ একই 'হৃ' ধাতুর পূর্বে প্র, আ, সম, বি, পরি ইত্যাদি উপসর্গ যোগে যথাক্রমে প্রহার, আহার, সংহার, বিহার, পরিহার প্রভৃতি ভিন্নার্থক স্বতন্ত্র শব্দ গঠিত হয়েছে। এভাবে উপসর্গ অর্থের দ্যোতকতা বা নতুন অর্থ সৃষ্টি করেছে।

তাহলে দেখা যায়, উপসর্গ যখন নাম বা কৃদন্ত শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বাধীন থাকে, তখন তা কোন অর্থই প্রকাশ করে না। কিন্তু নাম বা কৃদন্ত শব্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়া মাত্রই আশ্রিত শব্দকে অবলম্বন করে বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে।

শব্দ গঠনের বেলায় ধাতুর পূর্বে একাধিক উপসর্গ ব্যবহৃত হতে পারে। আ + হার = আহার—একটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ। সম + অভি + বি + অ + হার = সমভিব্যহার—চারটি উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দের নমুনা। ধাতুর পূর্বে যুক্ত না হলে কোন অব্যয়ই সংস্কৃত নিয়মে উপসর্গ বলে বিবেচিত হতে পারে না। 'আহার' শব্দের 'আ' এবং 'আসমুদ্র' শব্দের 'আ' উভয়ই মূলত অব্যয়। আহার শব্দের 'আ' ধাতুর (হৃ) পূর্বে যুক্ত হওয়াতে তা উপসর্গ। কিন্তু 'আসমুদ্র' শব্দের 'আ' শুদ্ধ অব্যয়, উপসর্গ নয়, কারণ তা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়নি। যুক্ত হয়েছে 'সমুদ্র' শব্দের পূর্বে। সেরূপ 'প্রহার' শব্দের 'প্র' উপসর্গ, কিন্তু 'প্রপিতামহ' শব্দের 'প্র' শুদ্ধ অব্যয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত উপসর্গ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলো টুকরো শব্দ আছে, যেগুলার স্বতন্ত্র কাজ নেই, তারা বাক্যের লাইন বদলিয়ে দেয়। রেলের রাস্তায় যেমন সিগন্যাল, ভিন্ন দিকে ভিন্ন রঙের আলোয় তাদের ভিন্ন রকমের সংকেত, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপসর্গগুলো শব্দের মাথায় চড়া সেই রকম সিগন্যাল। কোনটাতে আছে নিষেধ, কোনটা দেখায় এগোবার পথ, কোনটা বাইরের পথ, কোনটা নিচের দিকে, কোনটা উপরের দিকে, কোনটা চারদিকে, কোনটা ডাকে ফিরে আসতে। 'গত' শব্দে 'আ' উপসর্গ জুড়ে দিলে হয় 'আগত', সেটা লক্ষ্য করায় কাছের দিক, 'নির্' জুড়ে দিলে হয় 'নির্গত', দেখিয়ে দেয় বাইরের দিক, 'অনু' জুড়ে দিলে হয় 'অনুগত', দেখিয়ে দেয় পিছনের দিক ; তেমনি সংগত, দুর্গত, অপগত প্রভৃতি শব্দে নানা দিকে তর্জনী চালানো। উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে। তারা আছে এক-ই শব্দের নানা অর্থ বানাবার কাজে।'

ডঃ মুহাম্মদ এনামূল হকের মতে, উপসর্গের সংস্কৃত সংজ্ঞা—উপসর্গের দ্বারা ধাতুর অর্থ বলপূর্বক অন্যত্র নীত হয়—বাংলা ভাষায় একরূপ অচল ; কেননা বাংলা ভাষায় শুধু কৃদন্ত পদের পূর্বে নয়, নাম-শব্দের পূর্বেও কতকগুলো অব্যয় শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় ইংরেজি ব্যাকরণের Prefix বা উপশব্দের প্রভাবে যে কোন নাম বা কৃদন্ত শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত অব্যয় শব্দকে উপসর্গ বলে স্বীকার করা হয়।

একই ধাতুর পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ যুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, তার কিছু নমুনা ঃ

√ ঈক্ষ্ ঃ (পরি) পরীক্ষা, (প্রতি) প্রতীক্ষা, (প্র) প্রেক্ষা, (অপ) অপেক্ষা, (নির) নিরীক্ষা, (সম) সমীক্ষা, (উৎ- প্র) উৎপ্রেক্ষা।

√ গম্ ঃ (আ) আগম, (নি) নিগম, (উদ) উদগম, (নির) নির্গম, (দুর) দুর্গম, (সু) সুগম।

√ দান ঃ আদান, প্রদান, নিদান, অপাদান, অবদান।

√ দিশ্ ঃ আদেশ, নিদেশ, নির্দেশ, উদ্দেশ, উপদেশ, সন্দেশ।

√ নী ঃ প্রণয়, নির্ণয়, অভিনয়, অনুনয়, বিনয়, পরিণয়।

√ বদ্ ঃ প্রবাদ, অপবাদ, সংবাদ, অতিবাদ, অনুবাদ, বিবাদ, প্রতিবাদ, পরিবাদ।

উপসর্গের শ্রেণীবিভাগ

বাংলা ভাষায় তিন ধরনের উপসর্গ আছে। যেমন ঃ ১. সংস্কৃত উপসর্গ, ২. বাংলা উপসর্গ ও ৩. বিদেশী উপসর্গ।

১। সংস্কৃত উপসর্গ ঃ সংস্কৃত উপসর্গকে তৎসম উপসর্গও বলা হয়। সংস্কৃত উপসর্গ বিশটি। যেগুলো হল ঃ প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর, বি, অধি, সু, উদ্, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।

সংস্কৃত উপসর্গ দিয়ে গঠিত শব্দের উদাহরণ ঃ

উপসর্গ		উদাহরণ
১। প্র	ঃ	প্রশংসা, প্রগাঢ়, প্রগতি, প্রভূত, প্রহার, প্রকাশ, প্রচ্ছদ, প্রণাম, প্রণতি, প্রভাত, প্রচলন, প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রবেশ, প্রস্থান, প্রজ্ঞা, প্রবাহ, প্রচার।
২। পরা	ঃ	পরাক্রম, পরাজয়, পরাভব, পরামর্শ, পরাকাষ্ঠা, পরায়ণ, পরাক্রান্ত, পরাহত।

উপসর্গ		উদাহরণ
৩। অপ	ঃ	অপমান, অপচয়, অপবাদ, অপযশ, অপহরণ, অপকার, অপকর্ষ, অপরাধ, অপব্যয়, অপসারণ, অপমৃত্যু, অপঘাত, অপভ্রংশ।
৪। সম	ঃ	সম্ভাষণ, সম্মুখ, সম্মান, সম্ভার, সম্মিলন, সংবাদ, সঞ্চয়, সংকলন, সংকট, সংকীর্ণ, সংগীত, সংস্কার, সংস্কৃতি, সম্পাদন, সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর, সমাগত।
৫। নি	ঃ	নিবাস, নিগ্রহ, নিকৃষ্ট, নিবৃত্তি, নির্গম, নিবারণ, নিয়োগ, নিদর্শন, নিপাত, নির্ণয়, নিদাঘ, নিগূঢ়, নিষ্কলুষ, নিষ্কাম।
৬। অব	ঃ	অবতরণ, অবরোহণ, অবহেলা, অবজ্ঞা, অবসর, অবকাশ, অবগুণ্ঠন, অবদান, অবনত, অবগাহন, অবমাননা, অবরোধ, অবলম্বন, অবেলা, অবশেষ, অবসান।
৭। অনু	ঃ	অনুজ, অনুতাপ, অনুমান, অনুচর, অনুশোচনা, অনুমোদন, অন্বেষণ, অনুরোধ, অনুগ্রহ, অনুবাদ, অনুগামী, অনুরূপ, অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন।
৮। নির্	ঃ	নির্ণয়, নির্দোষ, নির্গমন, নির্জন, নির্মল, নির্ভয়, নির্ভর, নিরপরাধ, নিরন্তর, নিরক্ষর, নির্জীব, নির্ধারণ, নির্বাসন।
৯। দুর্	ঃ	দুর্গতি, দুর্জয়, দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, দুর্লভ, দুর্জন, দুরাশা, দুর্ভিক্ষ, দুর্ঘটনা, দুরারোগ্য, দুর্নাম, দুর্লভ, দুর্মূল্য।
১০। বি	ঃ	বিরাগ, বিজয়, বিচার, বিষাদ, বিসর্জন, বিজন, বিনয়, বিষম, বিখ্যাত, বিতৃষ্ণা, বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিবর্ণ, বিফল, বিশৃঙ্খল, বিচরণ, বিকার, বিপর্যয়।
১১। অধি	ঃ	অধিবেশন, অধিকার, অধ্যয়ন, অধ্যবসায়, অধিপতি, অধিষ্ঠান, অধিনায়ক, অধিবাসী।
১২। সু	ঃ	সুকৃতি, সুদর্শন, সুশ্রী, সুনীতি, সুবাস, সুদিন, সুজলা, সুফলা, সুনাম, সুস্থ, সুদূর, সুহৃদ, সুনীল, সুকণ্ঠ, সুগম, সুলভ, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ।
১৩। উৎ	ঃ	উৎসর্গ, উৎপত্তি, উত্তপ্ত, উৎসাহ, উচ্ছল, উচ্ছ্বাস, উত্থান, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকর্ষ, উজ্জ্বল, উচ্চারণ, উদগ্রীব, উত্তোলন, উৎফুল্ল, উৎপাদন।
১৪। পরি	ঃ	পরিতাপ, পরিষ্কার, পরিত্যাগ, পরিহার, পরীক্ষা, পরিশ্রম, পরিণয়, পরিণাম, পরিচ্ছদ, পরিচ্ছেদ, পরিপক্ক, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন, পরিশেষ, পরিমাপ, পরিক্রমণ।
১৫। প্রতি	ঃ	প্রতিমূর্তি, প্রতিকূল, প্রতিকার, প্রতিনিধি, প্রতিকৃতি, প্রতিষ্ঠা, প্রতিজ্ঞা, প্রতিক্রিয়া, প্রতিফল, প্রতিহিংসা, প্রতিধ্বনি, প্রতিঘাত, প্রত্যুপকার।
১৬। অভি	ঃ	অভিধান, অভিনয়, অভীষ্ট, অভিযান, অভ্যুদয়, অভ্যুত্থান, অভিযোগ, অভিসার, অভিশাপ, অভিনব, অভিজ্ঞ, অভিভূত, অভিমুখ, অভিবাদন।
১৭। অতি	ঃ	অত্যন্ত, অতিশয়, অত্যুক্তি, অতিক্রম, অত্যধিক, অতীব, অত্যল্প, অত্যাবশ্যক, অত্যাচার, অতিরিক্ত, অতিবৃষ্টি, অতিকায়, অতিমানব, অতিপ্রাকৃত।
১৮। অপি	ঃ	অপিনিহিতি, অপিধান, অপিচ।
১৯। উপ	ঃ	উপহার, উপকার, উপবাস, উপহাস, উপবন, উপকূল, উপকথা, উপদেশ, উপকণ্ঠ, উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা, উপভোগ।
২০। আ	ঃ	আহার, আহরণ, আচরণ, আক্রমণ, আগমন, আবেশ, আদেশ, আরম্ভ, আদায়, আভাস।

সংস্কৃত উপসর্গ বিশটি ছাড়াও কতগুলো সংস্কৃত অব্যয় উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়। যেগুলো হল ঃ অন্তঃ, আবিঃ, পুরঃ, তিরস্, পূর্ব, প্রাদুঃ, বহিঃ, সাক্ষাৎ, অলম। এদের দিয়ে শব্দ গঠনের উদাহরণ ঃ

১। অন্তঃ ঃ অন্তঃপুর, অন্তঃকরণ, অন্তঃসার, অন্তঃস্থ, অন্তরঙ্গ, অন্তর্ভুক্ত, অন্তর্গত, অর্ন্তধান, অন্তর্বর্তী।

২। আবিঃ ঃ আবির্ভাব, আবিষ্কার।

৩। পুর ঃ ঃ পুরস্কার, পুরোহিত, পুরোধা।

৪। তিরস্ ঃ তিরস্কার, তিরোভাব, তিরোধান।

৫। পূর্ব ঃ পূর্বভাগ, পূর্ববর্তী, পূর্বতন, পূর্বাহ্ন, পূর্বাভাস, পূর্বাশা, পূর্বজ্ঞান, পূর্বাচল।

৬। প্রাদুঃ ঃ প্রাদুর্ভাব।

৭। বহিঃ ঃ বহিঃস্থ, বহির্গমন, বহিরাগত, বর্হিদ্বার, বহির্ভূত, বহিষ্কার, বহিরঙ্গ।

৮। সাক্ষাৎ ঃ সাক্ষাৎকার।

৯। অলম্ ঃ অলংকার, অলংকরণ।

বাংলা উপসর্গ

সংস্কৃত নিয়মে উপসর্গের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সে অনুসারে উপসর্গ খাঁটি বাংলাতে নেই। কেবল দু-একটি শব্দের ক্ষেত্রে ধাতুর পূর্বে অব্যয় উপসর্গের মত যুক্ত হয়।যেমন ঃ অজানা, অচিন, সজাগ ইত্যাদি। এসব শব্দ গঠনের বেলায় ধাতুর মূল অর্থের পরিবর্তন ঘটেনি। এগুলো দৃষ্টান্তস্থলে অব্যয়, প্রয়োগে সংস্কৃত উপসর্গের মত। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের অন্তর্গত বহু অসংস্কৃত শব্দে কতকগুলো অব্যয় বা অব্যয়রূপী শব্দ সংস্কৃত উপসর্গের মত সাধিত শব্দের পূর্বে বসে। এই শব্দগুলো আলাদাভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় না, সংস্কৃত উপসর্গেব মত ধাতুব পূর্বেও বসে না—এই অব্যয়গুলো সার্থক নাম-শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়। এই অব্যয়গুলোকে বাংলা উপসর্গ বলা হয়।

বাংলা উপসর্গ ঃ অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

বাংলা উপসর্গের প্রয়োগের উদাহরণ

১। অ ঃ অফুরন্ত, অদেখা, অবোলা, অকাজ, অনড়, অচিন, অপয়া, অনামী, অকেজো, অজানা, অথৈ, অঝোর, অঢেল, অঘোরে, অখুশি, অমিল।

২। অঘা ঃ অঘারাম, অঘাচণ্ডী।

৩। অজ ঃ অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ।

৪। অনা ঃ অনাবৃষ্টি, অনাসৃষ্টি, অনাদর, অনাচার, অনাদায়।

৫। আ ঃ আদেখলা, আলুনি, আভাঙা, আকাট, আঘাটা, আকাল, আগাছা, আকাঁড়া, আমাপা।

৬। আড় ঃ আড়চোখে, আড়কাঠি, আড়কোলা, আড়ভাঙা, আড়নয়ন।

৭। আন ঃ আনকোরা, আনমনা, আনচান।

৮। আব ঃ আবছায়া, আবডাল।

৯। ইতি ঃ ইতিপূর্বে, ইতিহাস, ইতিকথা।

১০। উন (উনা) ঃ উনপাঁজরে, উনিশ।

১১। কদ্ ঃ কদাকার, কদর্য, কদবেল।
১২। কু ঃ কুকথা, কুঅভ্যাস।
১৩। নি ঃ নিলাজ, নিখরচা, নির্জলা, নির্ভেজাল, নিভাঁজ, নিটোল, নিখুঁত, নিখোঁজ, নিরেট।
১৪। পাতি ঃ পাতিলেবু, পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতকুয়া।
১৫। বি ঃ বিভুঁই, বিদেশ, বিজোড়, বিকল, বিফল, বিপথ, বিকাল।
১৬। ভর ঃ ভরদিন, ভরসন্ধ্যা, ভরদুপুর, ভরপেট, ভরপুর, ভরসাঁঝ।
১৭। রাম ঃ রামদা, রামছাগল, রামগরুড়, রামশিঙ্গা।
১৮। স ঃ সপাট, সজোর, সলাজ, সটান, সঠিক, সখেদ, সবুট, সরব, সকাল, সজ্ঞান।
১৯। সা ঃ সাজোয়ান, সাজিবা।
২০। সু ঃ সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকাজ, সুছাঁদ।
২১। হা ঃ হাভাতে, হাঘরে, হাপিত্যেশ, হাহুতাশ।

বাক্যে প্রয়োগ

অচেনা পথ আর জঙ্গল সমান।
উনভাতে দুনো বল, ভরা ভাতে রসাতল।
সুনাম কচ্ছপ গতি, দুর্নাম পবন গতি।
ভরপেটে ধায়, মরণ পাছে যায়।
নিখুঁত কাজের শিল্পী এখন নিখোঁজ।
কুকথায় পঞ্চমুখ।

বিদেশী উপসর্গ

বাংলা ভাষায় প্রচুর বিদেশী শব্দ এসেছে। আরবি, ফরাসি, হিন্দি, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষা থেকে শব্দ আসার সঙ্গে সঙ্গে কিছু উপসর্গ এসে বাংলা শব্দসম্ভার বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। বাংলা ভাষার সঙ্গে এসব উপসর্গ ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গেছে। বিদেশী উপসর্গের নমুনা ঃ

ক. ফারসি থেকে

১। কার ঃ কারবার, কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারদানি।
২। দর ঃ দরখাস্ত, দরদালান, দরপত্তনী, দরকাঁচা।
৩। না ঃ নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক, নাবালক, নাকাল।
৪। নিম ঃ নিমরাজি, নিমখুন, নিমমোল্লা।
৫। ফি ঃ ফিবছর, ফি হপ্তা, ফি মাস, ফি সন, ফিলোক।
৬। বদ ঃ বদরাগী, বদমাস, বজ্জাত, বদমেজাজী, বদনাম, বদহাল, বদহজম, বদলোক।
৭। বে ঃ বেবন্দোবস্ত, বেয়াদবি, বেটাইম, বেরসিক, বেইজ্জত, বেপরোয়া, বেনামী, বেতার, বেহুঁশ, বেকসুর, বেগতিক, বেকার, বেচপ।

৮। বর ঃ বরখাস্ত, বরবাদ, বরদাস্ত, বরখেলাপ।
৯। ব ঃ বকলম, বমাল, বনাম।
১০। কম ঃ কমজোর, কমবখত।

খ. আরবি থেকে

১। আম ঃ আমদরবার, আমমোক্তার।
২। খাস ঃ খাসমহল, খাসকামরা, খাসদখল।
৩। লা ঃ লাজওয়াব, লাপাত্তা, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ।
৪। বাজে ঃ বাজেকথা, বাজেখরচ।
৫। গর ঃ গরমিল, গরহাজির, গররাজি।
৬। খয়ের ঃ খয়ের খাঁ।

গ. ইংরেজি থেকে

১। ফুল ঃ ফুলবাবু, ফুলহাতা, ফুলশার্ট, ফুলপ্যান্ট।
২। হাফ ঃ হাফহাতা, হাফটিকিট, হাফনেতা, হাফ স্কুল, হাফ আখড়াই।
৩। হেড ঃ হেড অফিস, হেডমিস্ত্রি, হেড মাওলানা, হেড পণ্ডিত, হেডমাস্টার।
৪। সাব ঃ সাবডেপুটি, সাবজজ, সাব অফিস।

ঘ. হিন্দি-উর্দু থেকে

১। হর ঃ হররোজ, হরকিসিম, হরমাহিনা, হরহামেসা।
২। হর (+ এক) ঃ হরেক রকম, হরেক আদমী।

বাক্যে প্রয়োগ

ফুলবাবু সেজে আর কত কাল চলবে।
অমনোযোগী ছাত্ররা **লাপাত্তা** হয়ে যায়।
বেয়াদবের পরিণতি খারাপ হয়ে থাকে।
কথার কারচুপিতে **দরখাস্ত নামঞ্জুর** হল।
কথার **গরমিল** ভাল নয়।

অনুশীলনী

১। উপসর্গ কাকে বলে ? উপসর্গ কয় প্রকার ও কি কি ? বিভিন্ন উপসর্গের পাঁচটি করে উদাহরণ দাও।
২। উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থের কিরূপ পরিবর্তন হয় পাঁচটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখিয়ে দাও।
৩। উদাহরণসহ উপসর্গ ও অনুসর্গের পার্থক্য নির্ণয় কর।
৪। উপসর্গ কাকে বলে ? খাঁটি বাংলা উপসর্গযুক্ত শব্দের ব্যবহার দেখিয়ে পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

৫। বিদেশী উপসর্গের তিনটি উদাহরণ দিয়ে সেগুলো বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

৬। 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।'—এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৭। 'উপসর্গের স্বাধীন অর্থ নেই, কিন্তু নতুন অর্থ সৃষ্টির গুণ আছে।'—উদাহরণসহ প্রমাণ কর।

৮। উপসর্গ বলতে কি বোঝ ? উদাহরণ সহযোগে বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বুঝিয়ে বল।

৯। উপসর্গের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখাও যে, উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থ যেন বলপূর্বক অন্যত্র নীত হয়।—বিভিন্ন উপসর্গ যোগে কিভাবে ধাতুর অর্থান্তর ঘটে, উদাহরণসহ আলোচনা কর।

১০। 'সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণে উপসর্গের সংজ্ঞা এক নয়।'—আলোচনা কর ।

১১। উপসর্গ বলতে কি বোঝ ? উদাহরণ সহযোগে বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বুঝিয়ে বল।

১২। সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও ঃ

উপসর্গ, সংস্কৃত উপসর্গ, বাংলা উপসর্গ, বিদেশী উপসর্গ।

১৩। উপসর্গ কাকে বলে ? প্রত্যেক প্রকার উপসর্গের তিনটি করে দৃষ্টান্ত দাও।

১৪। বাংলা ভাষায় উপসর্গগুলোর শ্রেণীবিন্যাস করে প্রত্যেক প্রকারের একটি করে উপসর্গযুক্ত শব্দের উদাহরণ দাও।